মুক্তি

(সংস্কৃত প্রহসন "ভগবজ্জুকীয়ম" অবলম্বনে)

শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

আর্ট থিয়েটার কর্ত্তৃক ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত
প্রথমাভিনয় রজনী বৃহস্পতিবার ১৬ই পৌষ ১৩৩৭,
১লা জানুয়ারী ১৯৩১

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

চারি আনা

প্রকাশক
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৩/১/১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রথম অভিনয় রজনীর পাত্রপাত্রীগণ

সংগঠনকারিগণ

শিক্ষক	শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
সুর সংযোজক	„ সন্তোষকুমার দাস
নৃত্য শিক্ষক	„ ললিতমোহন গোস্বামী
সঙ্গতী	„ সতীশচন্দ্র বসাক
বংশীবাদক	„ বঙ্কুবিহারী ঘোষ
স্মারক	„ কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
মঞ্চ শিল্পী	„ পরেশচন্দ্র বসু (পটল বাবু)
ঐ সহকারী	„ মাণিকলাল দে

চরিত্র

শাণ্ডিল্য	শ্রীতুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ভরদ্বাজ	„ ননীগোপাল মল্লিক
ত্যাগানন্দ	„ তুলসীচরণ চক্রবর্ত্তী
রামিলক	„ সন্তোষকুমার দাস
যম	„ খগেন্দ্রনাথ দাস
বৈদ্য	„ নৃপেশনাথ রায়
বাসন্তিকা	শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী
সারিকা	„ মতিবালা
পরী	„ সুবাসিনী
মাধবিকা	„ সরমাবালা
রঙ্গিণীগণ	„ মলিনাবালা, তারকদাসী, রাধারাণী, সত্যবালা, পদ্মরাণী, চারুবালা, ঊষাবালা, লক্ষ্মীপ্রিয়া, বীণাপাণি, রাণীবালা ইত্যাদি।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

চরিত্র

পুরুষ

ত্যাগানন্দ, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ,
রামিলক, বৈদ্য ও যম

স্ত্রীগণ

বাসন্তিকা, সারিকা, পরী,
মাধবিকা, রঙ্গিণীগণ

মুক্তি

প্রথম অঙ্ক

একটী প্রাচীন সহরের উপকণ্ঠে সুরম্য বাগান ; বাগানে নানা গাছ, তাল, তমাল,
অশোক, বকুল, চাঁপা, কদম্ব, শিরীষ সহকার ইত্যাদি। ছোট ছোট
নানা বর্ণের ফুলের গাছ, লতার কুঞ্জ ; সামনে খানিকটা খালি জায়গা,
তার পরেই একটী নাতিদীর্ঘ সরোবর ; সরোবরে কুমুদ কহ্লার
কমল ফুটিয়া আছে, রাজহাঁস খেলা করিতেছে ; বাঁধান
ঘাট, ঘাটের দুই পাশে পাথরের বেদী,
মাঝখানে পাথরের চাতাল। কাল
বসন্ত, সময় সকাল।

[ত্যাগানন্দ ও শাণ্ডিল্যের প্রবেশ]

ত্যাগা। তাইত হে, অনেক দিন পরে তোমায় দেখলেম। তাই তো শাণ্ডিল্য, আছ কেমন? প্রায় দু'বছর হবে তোমায় দেখিনি। এতদিন ছিলে কোথায়?

শাণ্ডিল্য। আজ্ঞে এখন আর আমি শাণ্ডিল্য নই, এখন আমার নাম মধ্বানন্দ।

ত্যাগা। মধ্বানন্দ? তাইতো, সন্ন্যাস নিয়েছ নাকি? কোন্ সম্প্রদায়ী হে? তা হ'লে গেরুয়া নাওনি কেন? রং করা কাপড়, কপালে চন্দন, বেশ ফিট্‌ফাট্, হাতে বাঁশী—আবার এদিকে মস্তকও মুণ্ডন করেছ দেখছি? ফুলের মালাও গলায়—কোন্ সম্প্রদায়ী হে?

শাণ্ডি। আজ্ঞে আমি এখন ভোগায়তন লিমিটেডের শিক্ষানবিশী ক'রছি—!

ত্যাগা। ভোগায়তন? এ'তো কখনো শুনিনি। ভোগায়তন আবার কি হে?

শাণ্ডি। আজ্ঞে যোগের উল্টো দিকটা। আপনাদের যোগাশ্রম, আমাদের—ভোগাশ্রম; আপনারা প্রাচীন পন্থি, যোগের সাধক, আমরা নূতন পন্থি, ভোগের সাধক; আপনাদের মুক্তি যোগে, আমাদের মুক্তি ভোগে। আপনি ত্যাগানন্দ, আমাদের গুরু হ'লেন ভোগানন্দ। আমি তাঁর কাছে দীক্ষা নেব ব'লে সম্প্রতি তাঁর শিষ্য হ'য়েছি। আপনাদের আশ্রমে সন্ন্যাস নেবার আগে ব্রহ্মচর্য্য পালন ক'রতে হয়। আমাদের লিমিটেডের ব্রতী হ'তে হ'লে স্বেচ্ছাচর্য্য নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়। এখন আমার সেই অবস্থা।

ত্যাগা। বটে, বটে! হাঃ হাঃ হাঃ। বেশ, বেশ। কি নাম নিয়েছ? কি নাম ব'ল্লে? মধ্বানন্দ। তা বাবা, এখন কি কেবল মধু পানেই আনন্দ ক'রে বেড়াচ্ছ নাকি?

শাণ্ডি। আজ্ঞে গুরুদেবের প্রসাদ, এই সবে একটু একটু ক'রে অভ্যাস ক'রছি।

ত্যাগা। বল কি হে? পবিত্র ব্রাহ্মণ বংশে জন্মে শেষে—

শাণ্ডি। আজ্ঞে এখন তো আর বংশ নেই।

ত্যাগা। বংশ নেই?

শাণ্ডি। আজ্ঞে না। ও সব আগে ছিল; এখন সে বালাই নেই। এখন সব বংশই সরল হ'য়ে এসেছে।

ত্যাগা। কি রকম?

শাণ্ডি। এখন মানবতার যুগে বংশ উঠে গেছে। আমরা সবাই মানুষ, ব্যস্, এই পর্য্যন্ত। এখন আর বংশের দরকার হয় না। ও সব সংকীর্ণতার যুগে চ'লতো। এখন আমাদের পন্থা প্রশস্ত।

ত্যাগা। বেশ, বেশ। তা হ'লে শুনি তোমাদের পন্থাটা কি,—উদ্দেশ্য কি?

শাণ্ডি। পন্থা উদ্দেশ্য খুব সরল, সোজা। আপনাদের আশ্রমের মত কঠিন কিছুই নেই। ন্যাস নেই, প্রণায়াম নেই, কুস্তি কসরৎ নেই, আচার নেই, সংযম নেই। শম দম তিতীক্ষা

প্রভৃতি বুজরুকি নেই ; আমাদের কেবল যে ক'দিন বাঁচ, খালি ভোগ কর,—প্রাণপূরে ভোগকর ; সংযম শূন্য ভোগ, অনন্ত ভোগ।

ত্যাগা। সে ভোগ তো সংসারী মাত্রেই করে? এর আবার নূতনটা কি হে?

শান্তি। আজ্ঞে নতুন আছে বৈ কি? নতুন না হ'লে কি এতো পথ থাকতে তরুণ আমরা, এই পথ বেছে নিইছি। সংসারীরা ভোগ করে—বন্ধনযুক্ত ভোগ, আমরা ভোগ করি বন্ধন-মুক্ত ভোগ।

ত্যাগা। মূর্খ! বন্ধনমুক্ত ভোগ—সে তো চরম ভোগ, ঈশ্বরানন্দ ভোগ—ব্রহ্মানন্দ ভোগ!

শান্তি। মাপ্ করবেন। আমাদের আয়তনে ঈশ্বর নেই।

ত্যাগা। শিব শিব! কি পাপ! হতভাগ্য, একেবারে উচ্ছন্ন গেছ? ঈশ্বর নেই! দূর হও, আমি আর তোমার কোন কথা শুন্‌তে চাই না।

শান্তি। আপনার শিষ্য হ'য়ে যখন শাস্ত্রগ্রন্থাদি প'ড়তাম তখন আপনিই ত ব'ল্‌তেন যে, যোগীদের ক্রোধ ক'রতে নেই, তবে এখন রাগ ক'চ্ছেন কেন? আগে আমার কথা শেষ ক'রতে দিন—তার পর ক্রোধ ক'রবেন।

ত্যাগা। আচ্ছা, কি বল শুনি। তা হ'লে আর দাঁড়িয়ে কেন,

এই দিব্যি ফাঁকা বাগান, এস, এইখানে খানিক ব'সে তোমার প্রলাপ শুনি।

শান্তি। এখন প্রলাপ ব'লছেন, কিন্তু সবটা যখন শুনবেন, তখন বুঝবেন, কি মহাসত্য সম্প্রতি জগতে আবিষ্কৃত হ'য়েছে।

ত্যাগা। বেশ, বল।

শান্তি। আমাদের গুরুদেব বলেন, এক ঈশ্বর মান্‌লেই পৃথিবীতে যত রকম বিভীষিকা আছে, বন্ধন আছে—নীতির নামে দুর্নীতি আছে সবই মানতে হয়। ঈশ্বর-বিশ্বাস উন্নতির পরিপন্থি, সুতরাং ঈশ্বর নেই। ঈশ্বর মান্‌লেই আত্মা মান্‌তে হয়, পরমাত্মা মান্‌তে হয়, ভূত মান্‌তে হয়, প্রেত মান্‌তে হয়, সুতরাং ঈশ্বর নেই; ঈশ্বর মান্‌লেই পঞ্চভূত মান্‌তে হয়, পাপ মান্‌তে হয়, পুণ্য মান্‌তে হয়, সুতরাং ঈশ্বর নেই। এই জন্য আমরা সকলের আগে ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে দিইছি। আমাদের নিয়ম, আয়তনের সভ্য হ'তে হ'লে আপনাদের সন্ন্যাস নেবার আগে যেমন বিরজা হোম ক'রে নিজের পিণ্ডি দিতে হয়, আমাদের তেমনি ঈশ্বরের পিণ্ডি দিয়ে তবে Limitedএর share holder হ'তে হয়। নচেৎ লিমিটেড্ টেঁকেন না। ঈশ্বর সব চেয়ে বদ বন্ধন—কাজেই তিনি এ যুগে থাকৃতে পারেন না।

ত্যাগা। বাঃ বেশ ক'রেছ; উত্তম ক'রেছ; একটা বড় বন্ধন কাটিয়েছ বটে! কিন্তু বাবা, জাগতিক বন্ধন, তার কি ক'রেছ?

শাণ্ডি। আজ্ঞে সঙ্গে সঙ্গে সবই ঘুচে গেছে।

ত্যাগা। সমাজ?

শাণ্ডি। নেই। আদিম যুগেও ছিল না, এখনো থাকবে না।

ত্যাগা। বিবাহ?

শাণ্ডি। ডিটো। নেই।

ত্যাগা। পুত্র কন্যাদি?

শাণ্ডি। নেই।

ত্যাগা। নেই?

শাণ্ডি। না। কারণ আমাদের আয়তনের পুরুষ ও মহিলা সভ্যদের যে সব ছেলেমেয়ে হবে তারা জানবে না কে তাদের মা, কে তাদের বাপ!

ত্যাগা। সে কি? বুঝতে পাল্লেম না বাবা; একটু ভেঙ্গে বল। তারা মা বাপ জানবে না, তাদের মানুষ ক'রবে কে?

শাণ্ডি। (হাসিয়া) হা হা উন্নতির যুগ! মা বাপে মানুষ ক'রবে কি? তাদের মানুষ ক'রবে আমাদের সম্প্রদায়ের ব্রতধারিণী সব সবুজ নারী—অর্থাৎ 'নার্স'।

ত্যাগা। তারা থাকবে কোথায়?

শাণ্ডি। মাতৃমন্দিরে—

ত্যাগা। মাতৃমন্দিরে!

শাণ্ডি। আজ্ঞে হাঁ, মাতৃমন্দিরে। ভূমিষ্ঠের পর কৈশোর পর্য্যন্ত তারা থাকবে সার্ব্বজনীন মাতৃমন্দিরে।

ত্যাগা। তাতে সুবিধা হবে?

শাণ্ডি। হবে না? চরম উন্নতির সূতিকাগার তো ঐখানেই। ছেলে মেয়ে জন্মাবার পর থেকেই হবে তারা বন্ধন শূন্য—মুক্ত! মা বাপের শাসন মানতে হবে না, আত্মীয়-স্বজনের বালাই থাকবে না; গুরুমহাশয়ের কাণ মলা, বেত, বেঞ্চের উপর দাঁড়ান এ সব উঠে যাবে।

ত্যাগা। স্কুল পাঠশাল, গুরুমশাই কি শিক্ষক এ সব থাকবে না? তারা লেখাপড়া শিখবে না?

শাণ্ডি। শিখবে।

ত্যাগা। কোথায়?

শাণ্ডি। গাছতলায়। স্বভাবের মুক্তপ্রাঙ্গণে।

ত্যাগা। কার কাছে?

শাণ্ডি। নিজের কাছে। তারা হবে স্বয়ংসিদ্ধ।

ত্যাগা। পড়বে কি?

শাণ্ডি। রস-সাহিত্য। নাটক আর নভেল। অঙ্ক কসা থাকবে না, ব্যাকরণ প'ড়তে হবে না। অভিধান উঠে যাবে। সোজা চলতি কথায় পাঠ্য হবে কেবল রসায়ন। রসহীন যা কিছু এ যুগে তা আর থাকবে না।

ত্যাগা। তার পর এ সব ছেলে মেয়ে বড় হ'য়ে ক'রবে কি ?

শান্তি। বাঁশী বাজাবে।

ত্যাগা। বাঁশী ?

শান্তি। আজ্ঞে হাঁ, সরল বাঁশের বাঁশী।

ত্যাগা। কিন্তু তাদের চ'লবে কি ক'রে ? অন্ন, বস্ত্র ?

শান্তি। তার জন্যে ভাবনা নেই। তারা খাবে মহামানবতার হোটেলে, শোবে থিয়েটারের বেঞ্চে। প'রবে 'বঙ্গবাসী'!

ত্যাগা। এদের বেঁচে থেকে দেশের লাভ ?

শান্তি। কথা-শিল্পী যাঁরা, তাঁদের গল্পের যুৎসই 'প্লট' খুঁজ্‌তে আর সাগর পারে যেতে হবে না। স্বদেশী গল্প, উপন্যাস, নাটক তাঁরা ঘরের মালমসলাতেই লিখবেন।

ত্যাগা। তোমাদের আয়তনে কি শুধু মধু চলে বাবা, না গাঁজা গুলিরও ব্যবস্থা আছে ?

শান্তি। পৃথিবীর সব বড় কাজই প্রথমে মনে হয়, গাঁজার ধোঁয়ায় সৃষ্টি ; কিন্তু ক্রমে তারা যখন আপনাদের মহিমায় মাথা তুলে দাঁড়ায়, তখন লোক তা' দেখে বিস্ময়অবাকে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকে!

ত্যাগা। নিজেদের লাভ হবে কি ?

শান্তি। লাভ—মুক্তি। জন্মাবার পর থেকে মরণ পর্য্যন্ত আগা-গোড়াই মুক্তি। আমাদের সমাজ থাকবে না, থাকবে

স্বেচ্ছাচারীর বড় বড় গোষ্ঠ ; বিবাহ থাকবে না, থাকবে প্রেম ; ঘর বাড়ী থাকবে না, থাকবে বড় বড় হোটেল ; আফিস থাকবে না, কেরাণী থাকবে না, বাধ্য বাধকতা থাকবে না। অসুখ হ'লে হাঁসপাতাল, সুস্থ শরীরে বায়স্কোপ !

ত্যাগা। কতগুলি তোমার মতন এ রকম সভ্য তোমাদের দলে জুটেছে ?

শাণ্ডি। সংখ্যাতীত।

ত্যাগা। এ সব বড় বড় হোটেল হাঁসপাতাল থিয়েটার বায়স্কোপ আর বাঁশীর খরচ যোগাবে কে ?

শাণ্ডি। দেশ-মাতৃকা আর তাঁর সব কৃতি-সন্তান।

ত্যাগা। শাণ্ডিল্য, দেখচি—তোমার অবস্থা বড় শোচনীয় ! তুমি ভাল চিকিৎসক ডেকে চিকিৎসা করাও।

শাণ্ডি। আজ্ঞে মাপ ক'রবেন। চিকিৎসক ডাকবার প্রয়োজন হবে না। আজ আপনাদের নিকট এটা ব্যাধি ব'লে মনে হ'চ্ছে। তার একমাত্র কারণ আপনাদের বয়স হ'য়েছে। আপনাদের দলের মৃত্যুর পরই আমাদের এই ভোগায়তনের সভ্য ছাড়া, দেখবেন—আর দেখবেন কি ক'রে, তখন তো ম'রেই যাবেন, তবু শুনে রাখুন, ভারতবর্ষে আমাদের পাগল ব'লে উপহাস করবার কেউ থাকবে না।

ত্যাগা। সব তোমার মতন অবস্থা প্রাপ্ত হবে ?

শাণ্ডি। আজ্ঞে। আমাদের মধ্যে যাঁরা প্রতিভাবান তাঁদের এই মত; এবং এটা তাঁরা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতেই প্রমাণ ক'রেছেন।

ত্যাগা। মহামায়ার খেলা! হবেও বা। কিন্তু শাণ্ডিল্য, তোমার জন্য আমার দুঃখ হয়। অনেক দিন আমার নিকটে ছিলে, হঠাৎ যে তোমার মাথা খারাপ হবে, এটা কল্পনাও ক'রতে পারিনি বাবা।

শাণ্ডি। আমার জন্য আপনি কিছু ভাববেন না; মাথা আমার খারাপ হয়নি; হাজার হাজার বছর ধ'রে ভারতবর্ষে যা কিছু খারাপ ছিল, এইবার তার সংশোধনের যুগ এসেছে। আমরা জন্মেছি! জন্মেছি শুধু ভাঙ্গতে! কেবল সংহার! সংহার! ভবিষ্যৎ যে আমাদের কত উজ্জ্বল তা আপনি দেখ্‌তে পাচ্ছেন না। ভোগায়তনের শ্রী বৃদ্ধি হ'লে কি হবে জানেন? পিনাল কোডের ধারা উল্টে যাবে; জাল, জুচ্চুরী, বেইমানি, রাহাজানি, লাম্পট্য, কাপট্য, এ সব সংজ্ঞা গুলোই লোপ পাবে; তখন সত্য কথা ব'ল্‌লে হবে জেল, যারা চুরী ক'রবে তাদের নাম হবে বাহাদুর, যারা বিশ্বাসঘাতকতা করবে তারা হবে ধড়িবাজ— 'কেলেবর', যারা ধার ক'রে দেবে না, লোক ঠকিয়ে খাবে, বন্ধুর গলায় ছুরী বসাবে তারা হবে প্রতিভার বর-পুত্র! তখন অধিকার আর সীমাবদ্ধ থাকবে না, আর চরম উন্নতি—মিথ্যার নামই হবে সত্য।

ত্যাগা। আহা শাণ্ডিল্য! আমি চোখের উপর যেন সেই সত্য-যুগকে প্রত্যক্ষ ক'রছি।

(ভরদ্বাজের প্রবেশ)

[বয়স প্রায় ৫০, বেশ হৃষ্টপুষ্ট স্থূলকায়ও বলা যায়, মাথায় দীর্ঘ
জটা, সর্ব্বাঙ্গে ছাই ও কালির ছাপ, গলায় ও বাহুতে
রুদ্রাক্ষ, হাতে চিম্‌টা, কমণ্ডলু, পিঠে
একটা হরিণের চামড়া ও
কম্বল বাঁধা]

ভরদ্বাজ। (ত্যাগানন্দের নিকটে আসিয়া) আমি বাগানে ঢুকে আপনাকে দেখেই ছুটে আসছি। গুরুদেব প্রণাম। আমাকে চিন্‌তে পাচ্ছেন না? শাণ্ডিল্য, আমায় চিন্‌তে পেরেছ তো?

শাণ্ডি। চিনি চিনি ক'রছি বটে—কিন্তু—

ত্যাগা। কে ভরদ্বাজ না? ভরদ্বাজ কি?

ভর। আজ্ঞে আমি এখন আর ভরদ্বাজ নই, আমি ষণ্ডানন্দ।

শাণ্ডি। ষণ্ডানন্দ না—জটানন্দ?

ত্যাগা। ষণ্ডানন্দ? এ আবার কি নাম হে? তুমি আবার কোন মণ্ডপ থেকে ফিরছ? বেছে বেছে আচ্ছা দুই শিষ্য ক'রেছিলুম তো! একজন নাম নিয়েছেন মধ্বানন্দ, ভোগায়-

তনের চেলা, তুমি ফিরে এলে ষণ্ডানন্দ রূপে ; ব্যাপারখানা কি হে ?

ভর। আজ্ঞে ভগবৎ কৃপা। ছ'বছর আপনার শিষ্যত্ব করলুম, আপনি তো কৃপা ক'রলেন না, কেবল পানিনি, সাঙ্খ্য আর—মীমাংসার সূত্র মুখস্থ করিয়ে করিয়ে মাথা খারাপ ক'রে দিলেন। যা মনে ক'রে শ্রীচরণের সেবা করলুম, আট আট্টা সিদ্ধির একটা সিদ্ধিও তো আর দিলেন না। কাজেই ওঁ তৎসৎএর নাম ক'রে বেরিয়ে প'ড়লাম।

শাণ্ডি। (জনান্তিকে) কেন হে, সিদ্ধি কি বলছো, তোমার তো গাঁজা পর্য্যন্ত হ'য়ে গিয়েছিলো। তবে ?

ত্যাগা। বেরিয়ে পড়লে সে তো জানি, কিন্তু এ অবস্থান্তর হ'ল কি করে ? এই দীর্ঘ জটার কুণ্ডলী—এ তো দু'বছরে গজায় না বাবা। এ ঘন ঘটা জটাজাল জন্মাল কি ক'রে ? তুমি যে আমায় অবাক ক'রে দিলে হে ?

ভর। আপনার আশ্রয় ছেড়ে যে যোগসিদ্ধ মহাপুরুষের কাছে দীক্ষা নিয়ে এই নামকরণ হ'য়েছে, সম্প্রতি তিনি দেহ রাখবার সময়, দয়া ক'রে এইটী দান ক'রেছেন।

ত্যাগা। দান ?

শাণ্ডি। মরবার আগে পরামাণিক ডেকে—জটা মুড়িয়ে—

ভর। আরে না হে না ; দেড়শ' বছরের সাধু—তাঁর তপস্যার

ফল।—কত গাছের আটা,—কত লোকের মাথার চুল, কত ছোট বড় জটা সংগ্রহ ক'রে এইটী রচনা ক'রেছিলেন। পদব্রজে লছমন ঝোলা থেকে আরম্ভ ক'রে তিব্বত পর্য্যন্ত গিয়ে লাখ-দু'লাখ সাধু দেখেছি, কিন্তু কারুর মাথায় এমন দীর্ঘ জটা দেখিনি। এই জটা দেখেই তো চিনতে পারলুম আসল সিদ্ধ-পুরুষ। আহা! অমনি শ্রীচরণতলে আশ্রয় গ্রহণ। বড় ভালবেসে ছিলেন কিনা, তাই যাত্রার সময় কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ব'ললেন, যণ্ডানন্দ! এইটি মাথা থেকে আস্তে আস্তে খুলে নাও বাবা। মাথার বড় যন্ত্রণা। আর রাখতে পাচ্ছিনা। চরমকালে এটি তোমায় দিয়ে গেলেম। আমার যা কিছু সিদ্ধাই এরই ভেতরে। ব্যাস্‌—একদিনেই সিদ্ধাই। জটাটি আস্তে আস্তে খুলে নিয়ে মাথায় প'রে গুরুদেবের দেহ হৃষিকেশে সমাধিস্থ ক'রে তাঁরই আজ্ঞায় একবার জন্মভূমিতে ফিরে এলাম।

শাণ্ডি। (স্বগতঃ) তাইতো। এই ভরদ্বাজটা সত্যিই কিছু মেরে দিয়েছে নাকি?

ত্যাগা। তা ভরদ্বাজ, এ দেড় ম'ণে বোঝা নিয়ে দেশে ফিরে আস্‌তে তিনি আদেশ ক'ল্লেন কেন?

ভর। আজ্ঞে পরোপকারায়। গুরুদেব অন্তিমকালে ব'ল্লেন, বাবা, যে ক'দিন বাঁচ, মনুষ্যবর্গের উপকার ক'রে বেড়িও। তাই!—

ত্যাগা। তা এই বাঙ্গলায় কেন? এত বড় ভারতবর্ষে পরোপকার করবার কি আর স্থান খুঁজে পেলে না বাবা?

ভর। গুরুদেব ব'ল্লেন, বাবা ষণ্ডানন্দ, আমি যোগবলে দেখ্ছি, তোমার জন্মভূমি বাঙ্গলার অবস্থা বড় শোচনীয়!

ত্যাগা। তা তিনি সেটা যোগবলে দেখবেন কেন? আমি তোমাদের দু'জনের অবস্থা দেখেই সেটা চাক্ষুসই দেখতে পাচ্ছি। তারপর?

ভর। ব'ল্লেন বাঙ্গলায়—এখন মেকীর রাজত্ব। সেখানে ঘীএর ভেজাল চর্ব্বি, তেলের ভেজাল সোরগোঁজা, ময়দার ভেজাল—শাদা মাটী; সেখানকার দুধে ভেজাল পানাপুকুরের জল,—মাছের ভেজাল বরফ—

ত্যাগা। থাক্ থাক্ তুমি তো বাজারের ফর্দ্দ দিতে আরম্ভ ক'রলে হে! তোমার গুরুদেবের কি সেখানে আড়ৎ ছিল নাকি বাবা?

ভর। আজ্ঞে না। আড়ৎ কি ব'ল্ছেন! আগে আমার কথা শেষ ক'রতে দিন!

ত্যাগা। তোমরা দু'জনেই দেখ্ছি এক সুরে বাঁধা, শোনাবার জন্যই ব্যস্ত, ইনি এতক্ষণ শুনিয়েছেন আচ্ছা তুমিও খানিক শোনাও—

ভর। সিদ্ধ পুরুষ ব'ল্লেন, এই ভেজালকে আশ্রয় ক'রেই বাঙ্গলায়

যক্ষ্মা দেখা দিয়েছে, ম্যালেরিয়া তো আছেই। এই যক্ষ্মা ও ম্যালেরিয়ার প্রগতির যুগে যদি বাঙ্গলাকে রক্ষা ক'রতে চাও তো দেশে ফিরে গিয়ে লোককল্যাণের জন্য কেবল ঔষধ বিতরণ কর।

ত্যাগা। ঔষধ? ঔষধও কি তাঁর কিছু সংগ্রহ ছিল নাকি?

ভর। আজ্ঞে প্রভু, তবে আর সিদ্ধাই কি। এই এক জটার সোঁটায় সব। এই জটার এক একটি সোঁটায় এক একটী ব্যাধির ঔষধ। কোনটায় অম্লশূল, কোনটায় যক্ষ্মা, কোনটায় ম্যালেরিয়া—কোনটায়—

ত্যাগা। থাক্—থাক্—আর রোগের নাম শোনাতে হবে না। কিন্তু বুঝতে পারলুম না বাবা, জটার সোঁটার মধ্যে কি শেকড় জড়ানো আছে?

ভর। আজ্ঞে আপনি মহাপুরুষ। আপনার অজ্ঞাত আর কি আছে। সবই তো বুঝতে পেরেছেন। এ যোগ শক্তি!

ত্যাগা। ভরদ্বাজ, দেখ্ছি তুমি শুধু ষণ্ড নও—তুমি পাষণ্ড! কতকগুলো ভণ্ডের সঙ্গে বেড়িয়ে, শেষে এই বেমালুম জুচ্চুরি বিদ্যেটা শিখে এসেছ।

শান্তি। কিন্তু গুরুদেব, জুচ্চুরি ব'লে দেশে তো কিছু থাকবেই না। এই একটু আগেই তো আপনাকে নিবেদন করিছি।

ভর। জুচ্চুরি ব'ল্ছেন কেন দেব? এ যে সনাতন ঋষিদের

যোগবল। এই যোগ-বলেই তো সংসার চ'ল্‌ছে। এই জটার সঙ্গে গুরু-পরম্পরায় যে যোগ-শক্তি সঞ্চারিত হ'য়েছে একবার তার 'পেটেণ্ট' ক'রে নিতে পারলে আর দেখ্‌তে হবে না। তখন কেবল বিনামূল্যে এই ঔষধ বিতরণ—আর যে সব পাষণ্ড ভেজাল চালিয়ে হিঁদুয়ানী নষ্ট ক'রছে তাদের হাত থেকে দেশ-রক্ষা। পরোপকার।

ত্যাগা। এই পরোপকারের কিছু ডাক মাশুল থাকবে তো?

ভর। আজ্ঞে হাঁ—সিদ্ধপুরুষ—আপনাব—অজ্ঞাত আর কি আছে! সবই বুঝে নিয়েছেন দেখ্‌ছি। ডাক মাশুল স চার টাকা। আর পূজার মানসিক—

ত্যাগা। এই স' চার টাকার ওপরও মানসিক।

ভর। আজ্ঞে হাঁ, সেটা মোটে পাঁচ সিকে।

ত্যাগা। তা এ-সব জমিয়ে নেওয়াতো অর্থ ও সময় সাপেক্ষ। তার ব্যবস্থা? আহার—আস্তানা, বিজ্ঞাপনের খরচ—

ষণ্ডা। আজ্ঞে তার জন্য চিন্তা ক'রবেন না। এই পরোপকার ব্রতের By-Product'ও থাকবে। তাতেই মূলধন ক'রে নিয়ে—

ত্যাগা। সে আবার কি হে?

ষণ্ডা। আজ্ঞে সিদ্ধমন্ত্র প্রচার দীক্ষা-দান। বেছে বেছে শিষ্য যোগাড় করা। আমি দেব দীক্ষা—পরকালের কড়ি—আর

শিষ্যেরা যোগাবে—ইহকালের অনর্থ—অর্থ! পথে আসতে আসতে শুনলেম বাঙ্গলায় আজকাল এই ব্যবসাটা নাকি চলেছে ভাল! গোড়ায় ভাল রকম দু'টো চারটে নামজাদা শিষ্য বাগিয়ে নিতে পারলেই—চাঁদের কিরণ থেকে যখন সন্দেশ তৈয়িরি ক'রে খাওয়াব, তখন দেখবেন, মোটর, গাড়ী, বাড়ী, লোকজন—মায় টেলিফোন্ পর্য্যন্ত—!

ত্যাগা। উপস্থিত চল্‌বে কি ক'রে?

ভর। গুরুর কৃপায়।

ত্যাগা। আরে কৃপা তো নিরাকার। তোমার জুড়ীদারের চ'ল্‌বে তো মহামানবতার হোটেলে, আমাদের ভাষায় তার মানে ভিক্ষা; সে এক রকম বুঝতে পারি। কিন্তু তোমার? আহারাদি?

ভর। সে জন্যে ভাববেন না। একবার জমিয়ে নিতে পাল্লে আমিই কত লোককে এর পরে—আহার দেব।

ত্যাগা। চমৎকার! ভবিষ্যতের জোগাড় এক রকম ক'রেছ দেখছি। এখন কোথায় যাবে?

ভর। উপস্থিত ঐ পুকুর ধারে ব'সে একটু যোগ অভ্যাস ক'রব।

ত্যাগা। তোমার যোগ আর অভ্যাস সঙ্গে—আছে তো?

ভর। আজ্ঞে আপনি সিদ্ধপুরুষ আপনার অজ্ঞাত কি আছে।

ত্যাগা। শাণ্ডিল্য, এখন কোথায় যাবে?

শাণ্ডি। আজ্ঞে আমি ভাবছি মুক্তির পক্ষে কোনটা সুবিধে, নেড়া মাথা, না ঐ জটা ?

ত্যাগা। তোমার কি মনে হয় ?

শান্তি। কিছুই ঠাওর ক'রতে পারছিনি।

ভর। দেবতা, পায়ের ধূলো দিন, অনুমতি করুন, আমি একটু—

ত্যাগা। যোগাভ্যাস ক'রবে ? যাও অভ্যাস করগে।

[ভরদ্বাজ যোগানন্দকে প্রণাম করিয়া পুকুরধারে গিয়া আস্তানা বিছাইল]

ত্যাগা। শিব, শিব। অনেকক্ষণ তোমাদের সঙ্গে বাজে বকেছি। যাই একটু নিভৃত স্থানে ব'সে ভগবানের নাম করিগে।

শাণ্ডি। কিন্তু আমার প্রশ্নের মীমাংসা—আমি এখন কোন পথে যাই ?

ত্যাগা। সত্য উত্তর শুনতে চাও ? ঐ কারা আসছে, অন্তরালে এস, তোমাকে বুঝিয়ে দিই। তুমি সরল, তোমার এখনও উপায় আছে ; ও ভণ্ড, ওর কোন আশাই নেই।

শাণ্ডি। যথা আজ্ঞা,—চলুন—

[উভয়ের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক

(রঙ্গিণীগণের প্রবেশ)

গীত

(আমরা)   আলোর বীণায় সুর দিয়েছি
সবুজ হিয়ার দুল্‌কিতে,
ভাঙ্গা মেঘের গোপন চাঁদের
বুকের আগুন ঝুল্‌কিতে।
বাজাই বেণু কুল ভুলানো,
স্বপন রচি দিল্ দুলানো,
নাচি ঝিনিক্ ঝিঁঝির তালে
ঝিঁঝিঁরই ঝুম্‌ঝুমিতে!
আমরা উড়িয়ে নয়ন-চকোর গো,
রসের রাসে বিভোর গো,
ভুলিয়ে বেড়াই ভুবনখানা—
ভালবাসার ভুল্‌কিতে।

[প্রস্থান।

(বাসন্তিকা, মাধবিকা ও পরীর প্রবেশ)

বাসন্তিকা। রামিলক—রামিলক! তুই গিয়ে দেখ্‌লি কি ক'রছে?

পরী। আমি দেখলুম সাজ গোজ ক'রে বেরুবার যোগাড় ক'রছে।

বাস। তা তুই তাকে ধ'রে আন্‌তে পারলিনি ?

পরী। ধ'রে আনবো কি ক'রে, কচি খোকাটী তো নয় যে, কোলে ক'রে নিয়ে আসবো।

বাস। কোথায় গেল দেখ্‌লি ?

পরী। গেল চকের দিকে।

বাস। চকের দিকে! কোন্ বাড়ীতে গেল তা দেখলিনি ? তুই যে গেলি, তোকে দেখে কি বল্‌লে ?

পরী। ব'ল্লে চকে একটু কাজ আছে, সেরেই যাব।

বাস। তুই কোন কাজের ন'স! তোকে পাঠানই ঝকমারি হ'য়েছে। মাধবী, যা তো-রে, দেখে আয় চকের গদীতে আছে না কোথাও গেছে; যদি ধ'রে আন্‌তে পারিস্—এই আংটী তোর।

পরী। মাইরি ?

বাস। মাইরি।

মাধবী। এই ত্যাখনা যেখানেই থাকুক আমি তার চুলের ঝুঁটি ধ'রে নিয়ে আসছি।

[মাধবিকার প্রস্থান।

ভয়। বাঃ—যাত্রা দেখ্‌ছি শুভ—পরোপকার ব্রত নেবার মুখেই কামিনী। চেনবার যো নেই। ঘরের না বাইরের! যাই

হোক্—আমার পক্ষে দুইই সমান। গোনাতে টোনাতে আসবে না? ওষুধ নিতে? মাদুলী, সিঁদুরের ফোঁটা—? দেখি গুরুর কৃপায় কোনটা লাগে। একটু যোগে বসি। ব্যোম—কেদার! যোগের কল্কেটা নেববার পরে আসতো! —আহা—এখনো তলায় মাল র'য়ে গেল, যাক্ একটু আড়ালে গিয়ে সেরে নিয়ে ধ্যানে বসিগে।

[অন্তরালে গমন।

বাস। রামিলক—রামিলক—! ওলো, গাঁজার গন্ধ আসছে না? কোন্ মড়া বুঝি গাঁজা খেয়ে গেছে এখানে ব'সে।

পরী। তা হবে দিদিমণি,—ঐ ঝোপটার পাশে একজন সাধু ব'সে আছে, বোধ হয় সেই গাঁজা টাজা খেয়ে থাকবে।

বাস। রামিলক! রামিলক! আহা! মরুভূমির আমদানী! জনারের দেশ, সহরে বড় কারবারী—কোটিপতি। পরী! সে কি ফস্কাবে?

পরী। হ্যাঁ—একবার যখন তোমার পাপোষে পা প'ড়েছে আবার ফস্কায়!

বাস। কোন বিশ্বাস নেই; দিন বদলেছে, এখন বাবু দালাল,—আর কোথাও গিয়ে না তোলে! রামিলক—রামিলক—! কেমন মিষ্টি নাম বল্ দেখি!

পরী। আহা দিদিমণি, মিষ্টি ব'লে মিষ্টি, যেন ক্ষীরে গোলা নতুন ছাতু—

বাস। তার ওপর কোটিপতি! ঘী বেচে টাকা, বোকা ঠকিয়ে টাকা!

পরী। আর দু'দিন বাদে সবই তো তোমার হবে; কত রামিলক দেখ্‌লুম—কুলিরক দেখলুম।

বাস। আহা কুলিরক—মান্দ্রাজের সেই শেঠী কুলিরক! সে যোগাত চর্ব্বি, এরা বেচতো ঘী—সে অনেক দিন আসেনি। সে এখন কোথায় ব'লতে পারিস্‌?

পরী। আর কোথায়? তিনমাস তোমার এখানে আনা-গোনা ক'রেছে; সে এখন জেলে।

বাস। ঠিক্‌ বলেছিস্‌, ভুলে গিয়েছিলুম, তার ছ'মাস জেল হ'য়েছিল; আজ তার বেরোবার দিন নয়?

পরী। হায়, দিদিমণি—কে আর মনে ক'রে রেখেছে বল? আর তার আছে কি যে, মনে ক'রে রাখ্‌বো?

বাস। না, না পরী, তুই জানিস্‌নি—ওরা সব বড় কারবারী—মহাজন, বেনামী ক'রে রেখে জেল খাটে।

পরী। আচ্ছা, দিদিমণি একটা কথা ব'লবো, রাগ ক'রবেনা?

বাস। না। কি কথা—

পরী। এই তুমি বাঙ্গালী পছন্দ করনা কেন বল তো? যত উড়ে, মাদ্রাজী, শেঠী, মাড়োয়ারী—

বাস। বাঙ্গালী? দূর! পয়সা নেই, খালি কবিতা শোনাতে আসে, গান শুনিয়ে মালা বদল ক'রতে চায়! মা-লক্ষ্মী গিয়ে উঠেছেন এখন বিদেশীর ঘরে—মরুভূমির দেশে, সেখানে খালি বালির নৈবিদ্দি খাচ্ছেন। কবিতায় পেট ভরেনা—গানে পেট ভরেনা—ধাপ্পায় পেট ভরে না। বাঙ্গালীর দিন ফুরিয়েছে। তার এখন ওষুধ খাবার দিন।

পরী। তা বটে, সেদিন কে একজন এসেছিল না বাঁশী শোনাতে?

বাস। হ্যাঁ—তাও একটা বাঁশের বাঁশী, বলে বেণু শোনাব।

পরী। হ্যাঁ—সেই মুখ পোড়াই তো ব'ল্লে বিয়ে ক'রে তোমায় জাতে তুলবে। আবার একজন কে এসেছিল না বই হাতে ক'রে?

বাস। হ্যাঁ—নাম বল্‌লেনা, বল্‌লে দরদী; নাটক লেখে, গান বাঁধে, নাচ শেখায়, প্রাণের দরদের হিসেব রাখে। আমার প্রাণের দরদ মাপতে এসেছিল; বলে—আমার নামে নাটক লিখবে, নাম দেবে বাসন্তী-স্বপ্ন! কিন্তু আমি ভাবছি—রামিলক—রামিলক! আজ যে সকালেই হীরের নেকলেস্ দেবার কথা ছিল—বেলা যে দশটা বাজে, আমি যে আর স্থির থাকতে পাচ্ছিনি।

পরী। তা দিদিমণি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছট্‌ফট্ না ক'রে একটা গান গাও।

বাস। গান গাব? তাই গাই—যদি এসে পড়ে তো শুনবে যে, তাকে মনে ক'রেই গাইছি।

গীত

সইলো, কি আশে রাখি এ প্রাণ ?
বৃথা যে যৌবন যায়,
আশা না পুরিতে চায়,
দিবানিশি নিরাশায় বাড়ে অভিমান ;
সে বিনে পিয়াসী জনে কে করিবে বারি দান !

পরী। দিদিমণি, গান শেষ হ'লো; সে তো এলো না।

বাস। না, একটা বাণ বৃথাই গেল, এইবার তুই গা আমি শুনি।

পরী। আমি আবার কি গাইব, তার চেয়ে বরং তুমি আর এক-খানা গাও, এবারে সে নিশ্চয় আসবে।

বাস। আচ্ছা, সময়তো কাটাতে হবে।

গীত

আছ হৃদিমাঝে কেন বাহুপাশে ধরা দাওনা ?
চরণে লুটাই কেন বুকে তুলে নাওনা !
অধীর হৃদয় মোর,
তোমার স্বপনে ভোর,
হতাশে জীবন যায় কেন ফিরে চাওনা ?
আমার মরম সখা, দেখিতে কি পাওনা ?

বাস। না—সে এলোনা, মাধবী বুঝি তার দেখা পায়নি। তুই আর একবার যা।

পরী। তোমায় একলা রেখে যাবনা, তা সে রামলক্ষ্মী কি রামিলক আসুক আর নাই আসুক।

বাস। তবে চ, বাগানটা খানিক বেড়াই, কেমন সব আঁমের মুকুল হ'য়েছে—ভেঙ্গে এনে খোঁপায় পরি।

পরী। তা তুমি কেন কষ্ট করে যাবে, তুমি এইখানে ব'স, আমি ভেঙ্গে আনি।

বাস। না চল্, আমিও যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

(অপর দিক দিয়া যমপুরুষের প্রবেশ)

যম-পু। এই রূপ, এই লাবণ্য, এই গান, ও কতক্ষণের জন্যই বা? যমরাজ আদেশ ক'রলেন বাসন্তিকার আয়ুস্কাল শেষ হ'য়েছে, তার প্রাণ নিয়ে এস। এরই রূপের আগুনে কত বুদ্ধিমান উন্মাদ হয়েছে, কত বড় লোক সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে ভিখারী হ'য়েছে! নগরের শ্রেষ্ঠ গণিকা বাসন্তিকা আর একটু পরে কোথায় থাকবে! ঐ যে আমের মুকুল ভাঙ্গবার জন্য হাত বাড়াচ্ছে; আমি যাই সাপ হ'য়ে ওকে কামড়াইগে।

[প্রস্থান।

নেপথ্যে-বাস। পরী তুই দাঁড়া তোর কাঁধে ভর দিয়ে ঐ উঁচু ডালটা নামিয়ে আনি। উহু কিসে কামড়ালো, জ্বলে মলুম— জ্বলে মলুম—

(বাসন্তিকা ও পরীর পুনঃ প্রবেশ)

পরী। কিসে আর কামড়াবে ? পোকা মাকড় হবে ; ও কিছু নয়।

বাস। না—না তুই দেখে আয় কিসে কামড়ালো—

পরী। যাই—দেখে আস্‌ছি, তুমি এইখানটাতে ব'স।

[প্রস্থান।

বাস। উঃ বড্ড জ্বালা ক'চ্ছে—পরী—! পরী !

(পরীর পুনঃ প্রবেশ)

পরী। ওগো দিদিমণি গো, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে গো। আমের ডালে জড়িয়ে একটা এতবড় কেউটে গো—সেই তোমায় দংশেছে !

বাস। অ্যাঁ বলিস্‌ কি ! কেউটে সাপ ! তা হ'লে আর তো দেরী নেই ? ওলো পরী, এইবারে গেলুম।

পরী। যাবে কেন গো দিদিমণি ! যাবে ? কেন বালাই—বালাই—

বাস। ওরে, আমার গা কেমন ক'রছে, জিভ শুকিয়ে আসছে— তুই যা, মাকে একবার ডেকে আন—ওগো—মাগো—

(শাণ্ডিল্যের পুনঃ প্রবেশ)

শাণ্ডিল্য। দূর হো'ক, গুরুদেবের খালি সেই শুকনো তত্ত্বনাসি! ভাল লাগ্‌লোনা, চ'লে এলুম। এখানে কে? মাগো ব'লে কে কাঁদলে না? (পরীর প্রতি) হ্যাঁগা, কি হ'য়েছে গা?

পরী। আমার দিদিমণির চাঁপার কলির মত আঙ্গুলে সাপে কেটেছে গো! হায় হায়—বাসন্তিকা—বাসন্তিকা! ওগো, এ যে নেতিয়ে প'ড়ছে গো।

শাণ্ডি। বাসন্তিকা! বাসন্তিকা! আহা নাম শুনে যে পাগল হ'তে ইচ্ছে হয়। হায়, হায়, এমন বসন্তের নধর লতা, এমনি অকালে শুকোবে? হাঁগা, এর বাড়ী কোথা?

পরী। এই কাছেই গো—এই কাছেই। নাম শুনে—বুঝ্‌তে পাচ্ছনা ইনি কে? ইনি বাইজী বাসন্তিকা।

শাণ্ডি। ওহো! গণিকাতন্ত্র! ব'ল না—বাইজী বল না। এঁকে সর্পাঘাৎ! অহো। তার চেয়ে আমার মাথায় বজ্রাঘাত হোল না কেন?

বাস। পরী, যা শীগ্‌গির যা, মাকে ডেকে নিয়ে আয়—মরবার সময় মাকে একবার দেখে মরি। যা পরী, যা।

পরী। (স্বগত) এতো দেখ্‌ছি একজন বৈরিগী; গোঁসাই—গোঁসাই চেহারা; একে একটু বসিয়ে রেখে মাকে ডেকে আনি।

(প্রকাশ্যে) গোঁসাই ঠাকুর, আপনি দয়া ক'রে দিদিমণিকে একটু দেখুন, আমি মাকে ডেকে আনি।

শাণ্ডি। হাঁ—হাঁ—যাও, শীগ্‌গীর যাও, আমি ততক্ষণ এঁর সেবা ক'রছি। আহা বাসন্তিকা—বাসন্তিকা! শাণ্ডিল্য! ওঠো, জাগো, সেবা কর, সেবা কর, সেবার এমন কোমল পাত্রী বহু পুণ্য-ফলে পেয়েছ; সেবা ক'রে জীবন সার্থক কর। (বাসন্তিকার পায়ে হাত দিয়া) আহা। মুখখানি যে সাপের বিষে একেবারে কালো হ'য়ে গেছে।

পরী। করেন কি গোঁসাই ঠাকুর, করেন কি? ওটা যে দিদি-মণির পা, মাথা যে আমার কোলে।

শাণ্ডি। শোকে দেখ্‌তে পাচ্ছিনা, চোখে সর্‌ষে ফুল দেখছি! মনে ক'রেছিলুম এই বুঝি মুখ!

পরী। (স্বগত) চেনেনা, জানেনা—আর শোকে একেবারে চোখের মাথা খেলে! তা হবে—গোঁসাই মানুষ, আশ্চর্য্যি কি? এর কাছেই রেখে যাই, ছুটে যাব, আর ছুটে আসব, (প্রকাশ্যে) গোঁসাই ঠাকুর, আপনি একটু দেখুন, আমি এলুম বলে।

[প্রস্থান।

শাণ্ডি। আহা! কি কোমলস্পর্শ। বাসন্তিকা—বাসন্তিকা! আর বাসন্তিকা—এই যে চোখ কপালে উঠেছে! আর নিশ্বাস

নেই। হায়—হায়—বসন্তের এই মধুর প্রাতে রে দুষ্ট সাপ! তুই আমায় না কামড়ে কামড়ালি কিনা এই তরুণীকে! বাসন্তিকা! বাসন্তিকা!

(ত্যাগানন্দের পুনঃ প্রবেশ)

ত্যাগা। কি হে শাণ্ডিল্য! হঠাৎ উঠে এসে বাসন্তিকা—বাসন্তিকা ব'লে চেঁচাচ্ছ কেন? একটা স্ত্রীলোক শুয়ে, ব্যাপারখানা কি?

শাণ্ডি। আর গুরুদেব! কি আর ব'লবো? এই নারীর নাম বাসন্তিকা—এই নগরের একজন প্রধানা গণিকা।

ত্যাগা। তারপর, তার কি হ'ল?

শাণ্ডি। সে হঠাৎ প্রাণত্যাগ ক'রলে!

ত্যাগা। মূর্খ! প্রাণ কেউ কখনো ত্যাগ করে? জীবের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় কি আছে? প্রাণ বাসন্তিকার এই দেহকেই ত্যাগ ক'রেছে। এই প্রাণের নামই জীবাত্মা। এই জীবাত্মা বা কর্ম্মাত্মা মায়ার বন্ধনে বদ্ধ হ'য়ে পরমাত্মা বা ঈশ্বরকে ভুলে যায়। ওর জন্যে শোক করা বৃথা; তোমাকে এই আত্মা পরমাত্মার কথাই তো আমি এতক্ষণ বোঝাচ্ছিলেম।

শাণ্ডি। একটু পরে বোঝাবেন গুরুদেব, আপনার ও সাধ্য,

পাতঞ্জল, উপনিষদ এর পরে বোঝাবেন। এখন আপনার যদি কিছু যোগবল থাকে তো এঁকে বাঁচিয়ে দিন দেখি,—দেখি আপনাদের যোগ সত্যি—না বুজরুকি!

ত্যাগা। তোমরা তো যোগবলকে বিশ্বাস করনা।

শাণ্ডি। যদি একে বাঁচাতে পারেন, তাহ'লে এখন থেকে করব।

ত্যাগা। (স্বগত) দু'টী শিষ্যই দেখ্‌ছি একেবারে উচ্ছন্ন গেছে! একজন ভোগের দাসত্ব বেছে নিয়েছে। একজন নিয়েছে গাঁজার। একজন ধর্ম্মহীন স্বেচ্ছাচারী, আর একজন ধর্ম্মের নামে ভণ্ড; এই দুই দলই দেখ্‌ছি দেশটা মজালে। এদের কিছু শিক্ষা দেওয়া উচিত। যদি যোগের প্রভাব দেখে আবার ধর্ম্ম বিশ্বাসী হয়! আহা,—এক সময় তো শিষ্য ছিল? ভরদ্বাজ দেখ্‌ছি দুপুর রৌদ্রে গঞ্জিকার যোগ অভ্যাস ক'রে প্রায় সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় ব'সে আছে। এখানে যে কি হ'চ্ছে সেদিকে লক্ষ্যও নাই। ওর আত্মাকে এনে এই গণিকাকে পুনর্জ্জীবিত করি। পরে চৈতন্য সম্পাদন ক'রব। দেখি, এতেও যদি এই পাপিষ্ঠরা যোগে বিশ্বাসী হয়। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা শাণ্ডিল্য! আমি তোমার কথা রাখব, যোগবল তোমায় প্রত্যক্ষ করাব। এই দেখ যোগের শক্তি।

(কমণ্ডলুস্থ জল ছিটাইয়া দিয়া অন্তঃরালে গমন, মৃতা বাসন্তিকা উঠিয়া বসিল)

শাণ্ডি। সত্যই তো! বাসন্তিকা যে সত্যই বেঁচে উঠলো! যোগের বাহাদুরী আছে তো, এতো আর অস্বীকার করা যায়না।

বাস। শাণ্ডিল্য—শাণ্ডিল্য! আমায় চিনতে পারছনা?

শাণ্ডি। এঁ্যা—তাইতো! এ আমার নাম জানলে কি ক'রে? জিজ্ঞাসা ক'রছে চিনতে পারছি কিনা! এখন আমি কি করি? কেন প্রিয়তমে! কেন প্রিয়তমে!

বাস। দূর মূর্খ। মূঢ়ের ন্যায় ও কি বল্‌ছিস্‌?

শাণ্ডি। না, একেবারে প্রিয়তমাটা বলা ভাল হয়নি দেখছি। প্রণয় সম্ভাষণের প্রথ'ম কি ব'লে আরম্ভ ক'রতে হয়, সব যে ভুলে যাচ্ছি। প্রথমে সুন্দরী ব'লে আরম্ভ করলেই, ভাল হতো তাই করি, কেন সুন্দরী?

বাস। নিতান্তই তোর মতিভ্রম হ'য়েছে, তোর চিকিৎসার প্রয়োজন।

শাণ্ডি। মতিভ্রমটা কোন্‌খানে হলো তাতো বুঝতে পারছি না। সুন্দরীকে সুন্দরী বলেছি, অন্যায় তো কিছু করিনি; হায় হায়! এখন উপায়? কোথায় বঙ্কিমচন্দ্র, কোথায় রবীন্দ্রনাথ? একটা যে যুৎসই সম্বোধন মনে পড়েছে না। হায় হায়—সংস্কৃত তো ভাল পড়া নেই। সে জান্‌তো ঐ শালা ভরদ্বাজ। তবে জয়দেব কিছু শোনা আছে, জয়দেব থেকেই আরম্ভ করি। অয়ি চারুশীলে!

বাস। দেখ্ অর্ব্বাচীন, তোর বয়স কম হ'লে আমি তোর কাণ মলে দিতাম।

শাণ্ডি। (স্বগত) বেঁচে থাক বাবা জয়দেব! অনেকটা ঘনিষ্ঠতা হ'য়েছে দেখ্‌তে পাচ্ছি; কাণ মল্‌তে চায়—তবে অর্ব্বাচীন বলাটা ভাল হয়নি। অয়ি মুঞ্চময়ি! দাও দাও কাণ মলেই দাও। তোমার ঐ কিংশুক গাছের মত করাঙ্গুলিতে আমার গোময় কর্ণ মলিত কর, দলিত কর, আমি ধন্য হই।

বাস। পাষণ্ড! দূরমপসর।

শাণ্ডি। বাবা! জয়দেব আরম্ভ ক'রে তো বুদ্ধিমানের কাজ করিনি, গোল্লায় যাক্ জয়দেব, এই হালি সাহিত্য থেকে একটা সম্বোধন বেছে নিলেই তো হতো। এ বাসন্তিকা যে টোলের ফেরৎ দেখ্‌ছি। ওর সঙ্গে টক্কোর দিতে পারবো কেন? একেবারে অনুস্বর বিসর্গ থেকে আরম্ভ ক'রলে; আমি এখন তাল সামলাই কি ক'রে? আচ্ছা, বস্তি সাহিত্য হাতড়ে দেখি, যদি কিছু হয়, অয়ি বস্তিপুরে ভিস্তিবিলাসিনী, অয়ি লোটা-ধারিণী, কম্বল সম্বলে অবলে!

বাস। শাণ্ডিল্য, তুই বালক, তোকে বৎস মনে করাই উচিত; তুই নিতান্তই কৃপার পাত্র।

শাণ্ডি। ওরে বাবা। এ যে একেবারে বৎস ব'লে ফেল্লে। বস্তি-ভাষায় তাও যে চলে তাতো মনে ছিলনা, তবে কৃপার পাত্র

ব'লেছে। হাল একেবারে ছাড়্‌বোনা। (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ হ্যাঁ বাসন্তিকে, আমি তোমার কৃপার পাত্রই বটে।

(পরীর সহিত বাসন্তিকার মা' সারিকার প্রবেশ)

সারিকা। ওরে, আমার কি হ'লরে। ও বাসিরে, তুই কোথায় গেলিরে। ওরে আমার বাসি পরটা কে আর টক ডাল দিয়ে খাবেরে!

পরী। ওগো দিদিমণি গো! আমাদের ফেলে কোথায় গেলে গো! (অগ্রসর হইয়া দেখিয়া) ওমা একি! দিদিমণি যে দিব্বি উঠে বসে আছে।

সারিকা। এঁ্যা—তাইতো—ওলো, এই যে আমার বাছা। ষাট, ষাট! কিছু তো হয়নি, এই যে দিব্বি ব'সে আছে; তবে লা গতরখাকী! আমার রোগা মেয়ে ফুঁ দিলে বাতাসে ওড়ে, তাকে তুই সাপে কেটেছে ব'লে অকল্যাণ করিস্। জানিস্ ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব।

পরী। ওগো, আমি এতটুকু মিথ্যে বলিনি মা, এই এত বড় অজগর সাপে দংশেছে গো! সাপে দংশেছে!

সারিকা। চুপ কর—ঢংগি; এই যে মা, এই যে মা বাসি, হ্যাঁ মা, কি হ'য়েছে মা?

বাস। অয়ি বৃদ্ধ বেশ্যা। তোমার চরম কাল উপস্থিত, তুমি অজ্ঞানের মত কি বলছ, আমার বেশ দেখে তুমি চিনতে পাচ্ছনা আমি কে?

সারিকা। হ্যাঁ লো, এ কোন্ দেশী বাত চালায় লো? এ বলে কি? তোরা কি আজ সকালেই মদ খেয়ে বাগানে ঢলাতে এসেছিস্?

পরী। না মা, মদ খাইনি মা, তোমার মাথা খাই বল্‌ছি মদ খাইনি; ও বিষের ঝোঁকে আবোল তাবোল বকছে। এই গোঁসাই ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা কর; আমি এঁর কাছেই রেখে গেছলুম।

শাণ্ডি। (স্বগত) ইনি দেখছি, এই অমূল্য নিধির আকর—খনি; এর সঙ্গে এখন কোন্ ভাষায় কথা কই? যা থাকে কপালে এই তো বলি। (প্রকাশ্যে) অয়ি রত্নগর্ভে মাতুঃ।

সারিকা। কি বাবা—কি বাবা—বলতো বাবা—

শাণ্ডি। আপনার কন্যাকে সর্পেই দংশন করেছিল।

সারিকা। এঁ্যা, সত্যি, তবে মিথ্যে নয়—ওরে আমার কি হ'লরে? ওরে বাসিরে!

শাণ্ডি। (স্বগত) আমিও সঙ্গে সঙ্গে একটু কাঁদি, পরে কাজ দিতে পারে। (প্রকাশ্যে) ওহো বাসন্তিকা—ওহো বাসন্তিকা!

পরী। (স্বগত) এ মুখ পোড়ার জানা নেই, শোনা নেই, এও

যে কাঁদতে আরম্ভ ক'রলে! তবে আমিও বাদ যাই কেন? ওগো দিদিমণি গো!

বাস। অকর্ত্তব্যং বৃথা খেদমিদং—

সারিকা। ওলো পরী, এখনো প্রাণটা আছে, তুই যা—যা— শীগ্‌গির একজন বদ্যি ডেকে আন্।

পরী। তাই—যাই মা, তাই—যাই।

[প্রস্থান।

(অন্যদিক দিয়া রামিলককে লইয়া মাধবীর প্রবেশ)

মাধবী। আসুন রামিলক বাবু, আসুন, ঐ দেখুন, আপনার জন্য দিদিমণি একেবারে ঘর ছেড়ে বাগানে এসে হামলে বেড়াচ্ছে।

রামি। আপনাদের দোয়া। দেখো বাঁশনতি বিবি, গুলাম রামিলক তেরি গোড়পর লুটতি হিঁ।

(বাসন্তিকার বসনাঞ্চল ধরিল)

বাস। রে পাপিষ্ঠ! তোর অপবিত্র হস্তে আমার উত্তরীয় স্পর্শ করিসনি; তোরাই ঘৃতের সহিত চর্ব্বি মিশ্রিত করিস্, বিদেশী দ্রব্যের ব্যবসায়ে অর্থ সঞ্চয় করিস, তোদের স্পর্শও পাপ।

রামি। (আশ্চর্য্য হইয়া) তাজ্জব কি বাত্! এ বাসন্তি বিবি,

কেয়া কয়তেহি ? মালুম হোতা, হালফিল মির্জ্জাপুর পার্ক মে কই বক্তৃতা শুনা, মেরিপর ওহি বোলি চালাতিহি। এ বিবি, মেরা অরথ পরমার্থ সবহি তো তোমারি ওয়াস্তে ; এ মেরা দেলকে পেয়ারা, এ মেরা আঁখ্‌কে রোসনি, এ মেরা জানকি জান !

(পরীর সহিত বৈদ্যের প্রবেশ)

বৈদ্য। কৈ—কোথায় রোগী ?

সারিকা। ও বাবা, তুমি কি রোজা বাবা ? এই যে আমার মেয়ে।

বৈদ্য। (দেখিয়া) হুঁ—উঠে বসেছে। ওঃ—এ যে একেবারে মহাসপ্পে কেটেছে দেখছি। কিছু ভয় নেই, এক ফুঁয়ে আরাম করে দোব। কোথায় কামড়েছে ?

পরী। আঙ্গুলে ?

বৈদ্য। আঙ্গুলে ? যাক্—দুঃভাবনা গেল। স্ত্রীলোকদের এই রকম বয়সে প্রায় বক্ষেই সপ্পাঘাত হয়। সেটা কিন্তু বড় সাংঘাতিক। যাক্ বড় বেঁচে গেছে। কিছু ভয় নেই, এখ্‌খুনি আরাম করে দেব। আগে গণ্ডী দিই।

রামি। সাঁপনে কাটা, মেরি জানিকো সাঁপনে কাটা ? (উচ্চ ক্রন্দন) এ্যায় মেরিজান, এ্যায় মেরিজান !

শান্তি। এই বেটাকেই যেন সাপে কামড়েছে। কাঁদছে—গোটা লাল ভাঙ্ছে। ব্যাটা কেঁদে লাল ফেলে আমায় জিতবে? আমি বাঙ্গালীর ছেলে! দাঁড়াও আমিও দেখাচ্ছি (ক্রন্দন) হা হা, বাসন্তিকে, হো হো বাসন্তিকে।

সারিকা। ওমা বাসিরে!

পরী। ওগো দিদিমণি গো!

বৈদ্য। আহা কাঁদ কেন? এখনি সব হাসতে হাসতে বাড়ী যাবে। দাঁড়াও, এই গণ্ডীর বহর দেখ।

(গণ্ডী দেওন)

কুণ্ডলী কুণ্ডলী দীর্ঘ ফণা, মাথায় চক্কোর কেউটে সোণা,
কুণ্ডলী কুণ্ডলী সাপের রাজা, পদ্ম গোখরো আভাঙ্গা তাজা,
মনসা মায়ের নামের গণ্ডী, শিবের বুকে নাচেন চণ্ডী—
কুণ্ডলী কুণ্ডলী বিষটি নামে—রোজার পোলার কপাল ঘামে!

(স্বগত) কই বাবা, কপাল যে চচ্চড় ক'রছে। একফোঁটাও ঘাম নেই যে। এ কি হোল?

বান। হে বৈদ্য, বৃথা কেন পরিশ্রম ক'রছ? তুমি আমায় চেননা? লছমন ঝোলা থেকে তিব্বত ঘুরে এসেছি। আমার কাছে বিষের চিকিৎসা ক'রতে এসেছ? বল দেখি, বিষবেগ কয় প্রকার?

বৈদ্য। বিষবেগ! বিষবেগ একশো প্রকার?

বাস। মূর্খ, কিছুই জাননা, বৈদ্য ব'লে পরিচয় দাও? বিষবেগ সাত প্রকার—।

রোমাঞ্চো মুখ শোষশ্চ বৈবর্ণ্যং চৈব বেপথুঃ।
হিক্কা শ্বাসশ্চ সম্মোহঃ সপ্তৈতে বিষ বিক্রিয়াঃ॥

সারিকা। ও বাবা, এ যে পণ্ডিতি বুলি চালাতে লাগলো। ওলো পরি, এতো কামড় নয়—এ যে ভূতে পেয়েছে দেখছি।

রামি। রামা হো—রামা হো। ম্যায় কেয়া করুঁ। কাঁহা যাই? এ বাবা, এ বাবা বৈদ্‌রাজ রক্ষা কর, রক্ষা কর। (বৈদ্যের কোমর জড়াইয়া ধরিল)

শাণ্ডি। তাইতো, আমাকে শুদ্ধ আশ্চর্য্য ক'রে দিলে যে? সত্যি ভুতে পেলে নাকি? (স্বগত) তাই হবে, ভূতেই পেয়ে থাকবে। সাপে কামড়ানো মিছে। গুরুদেব তাই জেনেই যোগবল দেখিয়ে গেলেন।

বৈদ্য। ভয় কিসের হে বাপু? ভূত নয়। এ দেখছি কুপিত পিত্ত, বায়ু কর্ত্তৃক তাড়িত হয়ে শ্লেষ্মার আদি স্থানকে আক্রমণ করেছে। একে ওষুধ খাওয়াতে হবে। গুঞ্জর ভৈরব বটীকা, প্রবাল ঘটিত। একশো টাকায় একমাত্রা। নচেৎ বায়ু প্রশমিত হবে না।

রামি। কুচ্ছু ভাওয়ানা নেই। ম্যায় দেওয়েঙ্গে বৈদ্‌রাজ! ম্যায় রুপেয়া দেওয়েঙ্গে। আব গুরজর দাওয়া দিজিয়ে।

গীত

বৈদ্য। দাঁড়া বাবা, দিচ্ছি বাবা, কোমর দেনা ছেড়ে ;
এ যে ক'লে কাবু হাঁপিয়ে মরি—ভ্যালা ভেড়ের ভেড়ে !
পরী। দংশালো সাপ সকাল বেলায়,
আভাঙ্গা বিষ উঠলো মাথায়,
শান্তি। বাসন্তিকে, বাসান্তকে—আমার মানস হস্তিকে
দেখবা মাত্র প্রাণটা নিলে কেড়ে,
রামি। ম্যায় ক্যা কঁছ বৈদ্যরাজ !
দেখো লুটতি মেরি জানি—
গুজ্জর দাওয়া দিজিয়ে ভেইয়া,
করকে মেহেরবাণী—
সারিকা। হাঁ বাবা, জড়ি জাড়ি বড়ি পটপটী
তোমার পেঁতেই যা আছে খুটী নাটী,
মাধবি। টাকার ভাবনা নাই
দেবে মায়ের এই জামাই
রামি। বেকশুর—গুলাম তো হাজির,
বৈদ্য। তা হ'লে এক বড়িতে নামাই বিষ,
দাও মধু দে মেড়ে ॥

বৈদ্য। বাতিকা পৈত্তিকাশ্চৈব শ্লৈষ্মিকাশ্চ মহাবিষাঃ
ত্রিনি সর্পা ভবন্তেতে চতুর্থোনাধিগম্য তে।

বাসন্তী। মূর্খ, কিছুই জাননা, অপশব্দ প্রয়োগ করছো? ত্রিনি সর্পা নয়, ত্রয়ং সর্পা ইতি বক্তব্যং। ত্রিণীতি নপুংসকং ভবতি।

শান্তি। ওরে বাবা, এ যে আমাদের তিনজনকেই নপুংসক ভবতি ক'রে দিলে! ব্যাপারখানা কি?

বৈদ্য। (স্বগত) এর বিষ ঝাড়ন দেখছি আমার কাজ নয়। আর আমার টাকায় কাজ নেই, এখন পালাতে পারলে বাঁচি। (প্রকাশ্যে) দেখ, একে দেখছি কোন প্রাচীন বৈয়াকরণ সাপে কামড়েছে। আমার বয়স হ'য়েছে—আমি এর বিষ নামাতে পারবোনা। তরুণ হ'লে আমার ওষুধ খাটতো। তোমরা অন্য চেষ্টা দেখ!

[প্রস্থান।

সারিকা। ওরে বাবা, বদ্যি যে চলে গেল, তবে আমার বাছার কি হবে? ওরে পরী, ওরে মাধবী, তোরা একজন ভাল ওঝা দেখ। ও বাবা রামিলক, ও আমার নাম-জানিনে-বাঁশী-হাতে, একজন ডাক্তার বদ্যি দেখ বাবা।

পরী ও মাধবী। তাই দেখি মা, তাই দেখি।

[প্রস্থান।

রানি। ম্যায় দেখ্‌তি হুঁ।

[প্রস্থান।

শান্তি। বাঁশীতে সাপ বশ মানে, কিন্তু বিষ নামে না। ধিক এই বাঁশীতে। দেখি একজন ডাক্তার, যদি Injectionএ কিছু ক'রতে পারে।

[প্রস্থান।

(যম পুরুষের পুনঃ প্রবেশ)

সারিকা। ওরে বাবা এ আবার কোত্থেকে কে এলো রে? এ যে ভূ—ভূ—ভূ—(যেদিকে সবাই গিয়াছিল সেই দিকে গেল)

যম-পু। কি ভুলই ক'রে ফেলেছি। বাসন্তিকা নামে এক বৃদ্ধার আয়ু শেষ হ'য়েছে। যমরাজ তাকেই নিয়ে যেতে বলেছিলেন। আমি ভুলক্রমে এই যুবতী বাসন্তিকার প্রাণ নিয়ে গেছি। এই জন্য যমরাজের কাছে আমায় কতই না তিরস্কৃত হ'তে হ'ল। যাই, ভুল সংশোধন ক'রে যাই। এই বাসন্তিকাকে বাঁচিয়ে সেই বৃদ্ধা বাসন্তিকাকে যমালয়ে লয়ে যাই। (নিকটে গিয়া দেখিয়া) এ কি! এ যে উঠে বসে আছে! এ পুনর্জ্জীবিত হ'ল কি করে? এর প্রাণ যে আমার মুষ্টির মধ্যে। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! ইতিপূর্ব্বে পৃথিবীতে এমন

ঘটনা তো কখনো হয়নি। এ অসম্ভব সম্ভব হ'ল কি ক'রে? (চারিদিক দেখিয়া) বটে বটে! বেশ, আমিও তা হ'লে একটু রহস্য করি। এই ভণ্ড যোগীর প্রাণহীন দেহের মধ্যে বাসন্তিকার প্রাণ স্থাপন করি। হে বাসন্তিকার প্রাণ পুরুষ, তুমি আমার আদেশে এই যোগীর দেহের মধ্যে প্রবেশ কর।

(অন্তর্ধান)

(পরী, মাধবী, রামিলক, শাণ্ডিল্য ও সারিকার পুনঃ প্রবেশ)

সারিকা। এই দেখ বাবা, একেবারে আস্তভূত।

সকলে। কৈ? কৈ? এখানে তো কেউ নেই।

সারিকা। তাইতো! এই যে আমি দেখনু গো,—আলোয়, আলোয় খুরকুট্টি! এই হামদো এক ভূত।

রামি। এ্যা—ক্যায়া? আজ সবেরমে ক্যা তাজ্জবকি হাওয়া চল্‌তি।

ভর। (উঠিয়া নিজের উত্তরীয়তে অবগুণ্ঠন দিয়া) পরি, পরি, মাধবিকে, মাধবিকে, আমার রামিলক কোথায়? রামিলক —রামিলক—!

রামি। এহি তাজ্জব। এ সাধু বাবা হামকো পছান্তা নেই,

লেকেন দেখতে হেঁ—মেরা নাম লেকর ফুকারতে হেঁ। ভগবান, কেয়া হুকুম—আপ্‌কো ?

(ভরদ্বাজের নিকট গেল)

শাণ্ডি। এ কি ? ভরদ্বাজ এতক্ষণ নিশ্চল হ'য়ে প'ড়েছিল, ও হঠাৎ ঘোমটা দিয়ে—রামিলক—রামিলক—ক'রে ডেকে উঠলো কেন ?

ভর। রামিলক—রামিলক জীবিতবল্লভ, তুমি কি ক'রে আমায় ভুলেছিলে ? (অঙ্গভঙ্গী সহকারে) তুমি এমন নিঠুর। (সুরে) "আছ হৃদি মাঝে কেন বাহু পাশে ধরা দাও না ?"

সারিকা। ওলো মাধবী, এ ঘাটের মড়া আবার কোথা থেকে ঠেলে উঠলো লো।

রামি। এ সাধু দেখ্‌তা গাঁজা পিকে বাওরা হো গিয়া। এ ভগওয়ান, এ বাবা, মেরা বাত শুনিয়ে।

বাস। লছমন ঝোলা থেকে তিব্বত ! আমার এই কুটার মধ্যে অষ্টসিদ্ধি।

সারিকা। ওমা বাসি, ওমা বাসি—আর অমন বেভ্‌ভুল বকিস্‌নে মা, ওমা বাসি—

ভর। (কাছে গিয়া) এই যে মা জননী, আমায় ডাকছো ? এই যে মা ! আমায় পায়ের ধুলো দাও।

সারিকা। আরে ম'ল, এ বুড়ো মড়া যে আবার আমার পায়ের ধূলো নিতে আসে? কোথায় যাব মা, কি হবে, একে মরছি—আমি মেয়ের শোকে।

ভর। রামিলক—রামিলক—আমার গোঁয়ারি হ'য়েছে—আমি একটু মদ খাব।

শান্তি। বিষ খা—শালা গাঁজাখোর ভণ্ড!

ভর। মাধবিকে, মাধবিকে, এদিকে আয়না ভাই—তোকে একবার আলিঙ্গন করি।

মাধ। ওরে মা রে—কোথায় পালাব রে?

সারিকা। ও যাদু বাসন্তিকে, আর কথা কইছনা কেন? ওমা, একবার মা বলে ডাক।

ভর। এই যে মা জননি—আমি তোমার কোলে উঠে বাড়ী যাব। আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে। তুমি বাড়ী গিয়ে গরম গরম পরটা ভাজবে, আমি কচি কচি পটল ভাজা দিয়ে খাব।

মাধ। ওরে বাবা, এটা দেখছি রাক্ষস—আমাদের গোষ্ঠীশুদ্ধ খাবে।

ভর। রামিলক—আমি পাঁয়জর পায়ে দিয়ে নাচবো। (নৃত্য)

রানি। এ ভগওয়ান, এ সাধু বাবা, আপ্ কেয়া কয়তেহে? হাম আপকো গুলাম হ্যায়, নোকর হ্যায়, হামকো গুণা হোগা, ন্যায় এহি বুরাবাত নেহি কহো।

সারিকা। ওরে বাবা, আবার যে সেই—আলো ?

শান্তি। একি! আবার যে গুরুদেব !

(যমপুরুষ ও ত্যাগানন্দের পুনঃ প্রবেশ)

যম পু। হা হা হা—আপনার উদ্দেশ্য বুঝতে পারলুম। তা বেশ ক'রেছেন। এখন আমায় নিষ্কৃতি দিন, আমি আমার ভুল সংশোধন ক'রে, যমপুরীতে ফিরে যাই।

ত্যাগা। বেশ, আপনি এই ভরদ্বাজের দেহ হ'তে বাসন্তিকার প্রাণ বার করে নিন, আমিও এই বাসন্তিকার দেহ হতে ভরদ্বাজের প্রাণ বার ক'রে নিয়ে যথা স্থানে সন্নিবিষ্ট করি।

যম-পু। উত্তম।

[ভরদ্বাজ হঠাৎ পড়িয়া গেল। ত্যাগানন্দ তাহার
অঙ্গ স্পর্শ করিয়া বলিলেন]

ত্যাগা। এইবার ভরদ্বাজের আত্মা বাসন্তিকার দেহ হ'তে স্বস্থানে ফিরে এস।

(ভরদ্বাজ উঠিয়া বসিল)

যম-পু। সঙ্গে সঙ্গে বাসন্তিকার প্রাণ বাসন্তিকার দেহে প্রবেশ কর।

(অন্তর্ধান)

বাসন্তি। এ কি, আমি এতক্ষণ কোথায় ছিলুম। মা, তুমি আমায় খুঁজতে এসেছ? এই যে রামিলক—! রামিলক— রামিলক!

রামি। এ্যায় মেরি জান—এ্যায় মেরি জান! তেরা ভূত ছোড়ি গেয়ি!

সারিকা। এই যে যাদু! চিনতে পেরেছ? ভাল ক'রে বেঁচে উঠেছ তো মা? ওমা বাসি! আর বিষ নেই তো?

বাস। না মা, বিষ নেমে গেছে। বেলা পড়ে এসেছে, এইবারে ঘরে চল। আয় পরি, আয় মাধবী। রামিলক—রামিলক! আমার হীরের নেকলেস?

রামি। এ্যায় মেরিজান! ম্যায় দেউঙ্গি জরুর!

[রামিলকের হাত ধরিয়া বাসন্তিকা, পরী, মাধবিকা ও বাসন্তিকার মাতার প্রস্থান]

ভর। এ কি গুরুদেব, আমি তো বসেছিলেম গাছতলায়, এখানে কখন এলেম?

ত্যাগা। আর আমাকে নয়, শাণ্ডিল্যকে জিজ্ঞাসা করে—ওর মুখেই সব শুনবে।

ভর। কি হে শাণ্ডিল্য?

শান্তি। ভাই, পরে সব বলবো। আজ যোগশক্তি প্রত্যক্ষ করেছি আর সন্দেহ নেই। আমরা দু'জনেই ভ্রান্ত পথে গিয়েছিলেম। আজ গুরুদেবের কৃপায় জানলেম ত্যাগেই মুক্তি; জটার ভণ্ডামীতেও নয়, আর ভোগায়তনেও নয়। গুরুদেব, প্রণাম। আজ থেকে—এই বাঁশী—দূর হোক। (বাঁশী দূরে নিক্ষেপ)

ভর। আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

ত্যাগা। পরে বুঝবে। তোমাদের সুমতি হোক; ঈশ্বরে বিশ্বাস জন্মাক্, তোমরা স্বধর্ম্ম পরায়ণ হও। সর্ব্ব কল্যাণময় জগদীশ্বর জগতের কল্যাণ করুন।

যবনিকা

গ্রন্থকার প্রণীত

মন্ত্রশক্তি	(সামাজিক নাটক ; তৃতীয় সংস্করণ)	১৲
মগের মুল্লুক	(ঐতিহাসিক নাটক)	১॥৹
চণ্ডীদাস	(প্রেম-ভক্তিমূলক নাটক ; তৃতীয় সংস্করণ)	১৲
শ্রীকৃষ্ণ	(পৌরাণিক নাটক ; দ্বিতীয় সংস্করণ)	১॥৹
কর্ণার্জ্জুন	(সচিত্র পৌরাণিক নাটক ; দশম সংস্করণ)	১॥৹
বন্দিনী	(নাটক)	১৲
ইরাণের রাণী	(নাটক ; দ্বিতীয় সংস্করণ)	১৲
শুভদৃষ্টি	(সামাজিক চিত্র)	১৲
আহুতি	(প্রেম ও ধর্ম্মমূলক নাটক ; দ্বিতীয় সংস্করণ)	॥৹
রামানুজ	(ধর্ম্মমূলক নাটক ; তৃতীয় সংস্করণ)	১৲
রঙ্গিলা	(কৌতুক নাটিকা)	।৶৹
ছিন্নহার	(সামাজিক নাটক)	১।৹
বাসবদত্তা	(প্রাচীন চিত্র)	১৲
উর্ব্বশী	(পৌরাণিক গীতিনাট্য)	১৲
দুমুখো সাপ	(কৌতুক নাটিকা)	॥৹
রাখীবন্ধন	(ঐতিহাসিক নাটক)	১৲
অযোধ্যার বেগম	(ঐতিহাসিক নাটক ; তৃতীয় সংস্করণ)	১॥৹
অপ্সরা	(গীতি-নাটিকা)	।৶৹
সুদামা	(ভক্তিমূলক গীতিনাটক ; তৃতীয় সংস্করণ)	॥৹
ভদ্রা	(গার্হস্থ্য উপন্যাস)	২৲
শ্রীরামচন্দ্র	(পৌরাণিক নাটক)	১॥৹
পুষ্পাদিত্য	(পৌরাণিক নাটক)	১৲
ফুল্লরা	(পৌরাণিক নাটক ; দ্বিতীয় সংস্করণ)	১৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা